মরণজয়ী সিরিজ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

ইমাম শামিল

ও চেচনিয়া-ককেশাসের ইতিহাস

পশ্চিম

ক্রাসনুদার ক্রাই
ক্রাসনুদার
মাইকপ
স্টাভ্রোপুল ক্রাই
স্টাভ্রোপুল
রা শি য়া
কারাচাই চারকেশিয়া
চেচনিয়া
গ্রোজনি
আবখাজিয়া
সুখুমি
কৃষ্ণ সাগর
দাগেস্তান
কুটাইসি
তিবিলিসি
জর্জিয়া
বাটুমি
আরমেনিয়া
আজারবাইজান
নাগার্নোকারাবাখ
নাখচিভান
তুরস্ক
ইরান
ককেশাস অঞ্চল
২০০ কিলোমিটার
২০০ মাইল

পূর্ব

মরণজয়ী সিরিজ

ককেশাসের মহানায়ক

ইমাম শামিল রাহ.

ও চেচনিয়া-ককেশাসের ইতিহাস

আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৫০, US $ 18. UK £ 15

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-97691-6-3

Imam Shamil Rah.
by **Abdur Rashid Tarapashi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorpage
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আব্বার ইনতিকালের পর থেকে আজ অবধি যিনি আমাকে স্নেহের ছায়ায় ঢেকে রাখছেন, যিনি তাঁর প্রশস্ত কাঁধে সংসারের দায়িত্বের বোঝা নিয়ে আমাকে রাখছেন ভারমুক্ত। যাঁর এমন নিঃস্বার্থ ত্যাগ না থাকলে আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব হতো না লেখালিখি চালিয়ে যাওয়া। আমার সেই শ্রদ্ধেয় বড়ভাই মাওলানা আবদুর রকীব।

এবং যিনি প্রায় জোর করেই আমাকে টেনে নিয়ে এসেছেন বই লেখালিখির জগতে, সেই প্রিয়তম ভাই কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক আবুল কালাম আজাদের করকমলে। আল্লাহ উভয়ের হায়াত ও সিহহাতে বরকত দান করুন।

—আবদুর রশীদ তারাপাশী

প্রকাশকের কথা

চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর সোশাল মিডিয়ায় দেখা যেতে থাকে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। আমেরিকার বিগব্রাদার-সুলভ আচরণের কারণে বুশ ও ন্যাটোপক্ষের সমর্থনের প্রশ্নে ভারী দেখা যেতে থাকে রাশিয়ার পাল্লা। ফলে এটাই প্রমাণ হচ্ছিল যে, ন্যাটো তথা পশ্চিমাদের প্রতি রয়েছে মানুষের প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। মূলত এ বিতৃষ্ণা থেকেই তারা ওই যুদ্ধে সমর্থন করছিল রাশিয়াকে।

তবে ফেসবুক প্রজন্ম বলতে যাদের বোঝায় অর্থাৎ, যাদের জন্ম ২০০৭-২০০৮-এর কয়েক বছর আগে, যারা দেখেনি আফগানিস্তানে বুশ বাহিনীর তাণ্ডবলীলা, যারা দেখেনি চেচনিয়ার প্রতি রাশিয়ার হিংস্র আচরণ; তারা রাশিয়ার ছড়ানো কিছু ভিডিয়ো ক্লিপ দেখে প্রশংসায় গদগদ হয়ে উঠছিল হিংস্র পুতিন ও গাদ্দার রমজান কাদিরভের। এসব ভিডিয়ো ক্লিপে দেখা যাচ্ছিল চেচেনবাহিনী আল্লাহু আকবার বলে ইউক্রেনীয়দের মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। ওই প্রজন্ম এটা মনে করেও রাশিয়াকে সমর্থন করছিল, নিশ্চয় পুতিনের পেছনে রয়েছে মুসলিমদের সমর্থন। কিন্তু যাদের জন্ম আশির দশকে, যাদের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে আফগানিস্তান ও চেচনিয়ায় রাশিয়ার বর্বরতার কথা, পুতিনের সহায়তায় রমজান কাদিরভের এভাবে লাঠিয়ালি করার দৃশ্য দেখে তাদের ভীষণভাবে কাতরাতে দেখা যাচ্ছিল। তারা রাশিয়া-ইউক্রেন কাউকে সমর্থন করতে না পারলেও অন্তরে অন্তরে আহত হচ্ছিলেন রমজান কাদিরভদের এমন অধঃপতন দেখে।

যেহেতু যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষ নিয়েছিল চেচনিয়া, তাই স্বাভাবিকভাবেই চেচনিয়ার কথা উচ্চারিত হচ্ছিল জোরেশোরে। আর চেচনিয়ার কথা এলে যে ইমাম শামিল, শায়খ মানসুরদের কথা অনিবার্যভাবেই আসবে। কারণ, এঁদের ছাড়া চেচনিয়ার গৌরবময় পরিচিতি অপূর্ণই থেকে যায়। ইমাম শামিলের নাম উচ্চারিত হতে থাকায় অনেক ভাইয়ের কাছ থেকে আবেদন আসতে থাকে ইমাম শামিল ও চেচনিয়ার অতীত নিয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশের। যেহেতু বাংলায় এ সম্পর্কে তেমন কোনো ইতিহাসগ্রন্থ নেই, তাই আমরাও সিদ্ধান্ত নিই এ নিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ সংকলনের। কিন্তু লিখবে কে? অবশ্য এই যুদ্ধ না হলেও চেচনিয়া-ককেশাস আর ইমাম শামিলকে নিয়ে আমরা

গ্রন্থ রচনা করতাম। যদিও একটু দেরি হতো। কারণ, ইসলামের চৌদ্দশত বছরের পুরো ইতিহাস নিয়ে কাজ করা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। এটা সেই পরিকল্পনার একটা ক্ষুদ্র অংশ।

যাইহোক, অনেক চিন্তাভাবনার পর দ্বারস্থ হই আমাদের প্রবীণ লেখক আবদুর রশীদ তারাপাশীর। তিনি তখন কালান্তরের অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত। আমাদের অনুরোধে তিনি ওই কাজ স্থগিত রেখে রাজি হন চেচনিয়া-ককেশাস আর ইমাম শামিলের জীবনী লিখতে। আল্লাহর রহমতে অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের হাতে তুলে দেন এ সংক্রান্ত পাণ্ডুলিপি। যেহেতু গ্রন্থটির মূল নায়ক ইমাম শামিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইমাম শামিল পর্যন্ত ইতি টানেন গ্রন্থের। অবশ্য আলোচনার ধারায় ৯০-এর দশকের চেচনিয়ার মহান নেতা জওহর দুদায়েভের কথাও কিছুটা এসেছিল এবং প্রাসঙ্গিকভাবে। কিন্তু আমরা মনে করলাম একটা প্রজন্ম চলে গেছে, যারা নব্বইয়ের দশকের সেই উত্তাল দিনগুলো দেখেনি, যখন চেচনিয়ার হাটে-মাঠে রুশবাহিনীকে কুকুরতাড়া করছিলেন জওহর দুদায়েভ, আসলান মাসখাদভ, শামিল বাসায়েভ ও আমির খাত্তাবরা। তাই পূর্ণতার জন্য নব্বইয়ের দশকের ইতিহাসটুকুও যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে পুনরায় ফাইল পাঠিয়ে দিই তাঁর কাছে।

আলহামদুলিল্লাহ, তিনি আমাদের আবেদন রক্ষা করে সে ইতিহাসকে টেনে নিয়ে এসেছেন একেবারে বর্তমান পর্যন্ত। অতএব, কিছুটা দেরিতে হলেও আশা করি এ বিলম্বটুকু মধুর বলেই প্রমাণিত হবে। গ্রন্থটির সঙ্গে জড়িত সবাইকে আল্লাহ নিমাল বদল দান করুন। ভুলত্রুটি থাকলে সম্মানিত পাঠকশ্রেণির কাছে আবেদন—আমাদের অবহিত করবেন, ইনশাআল্লাহ আমরা তা শুধরে নেব।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী

সূচিপত্র

কিছুকথা # ১৫

প্রথম অধ্যায়

ককেশাস : প্রাসঙ্গিক আলোচনা # ১৯

এক : ককেশাসের ভৌগোলিক অবস্থান ১৯
দুই : জর্জিয়ান জাতি ২১
তিন : পূর্ব-ককেশাস ২১
চার : দাগেস্তান অঞ্চল ২২
পাঁচ : ককেশাস অঞ্চলের ভাষা ২৩
ছয় : দাগেস্তানিদের জীবনধারা ২৪
সাত : দাগেস্তানিদের বৈশিষ্ট্য ২৫
আট : চেচনিয়া অঞ্চল ২৬
নয় : ধর্ম ও মাজহাব ২৮
দশ : ইসলামের ছায়াতলে চেচনিয়া ২৮
এগারো : চেচেন মুসলিমদের মাজহাব ৩৪
বারো : ককেশাসের কজন বিখ্যাত আলিম ৩৫
তেরো : চেচনিয়ার আয়তন ৩৭
চৌদ্দ : পেশা ৩৭
পনেরো : সেচব্যবস্থা ৩৭
ষোলো : বিশেষ উৎপন্নদ্রব্য ৩৮
সতেরো : গবাদি পশু ৩৯
আঠারো : খনিজসম্পদ ৪০
উনিশ : পেশা ও শিল্প ৪১
বিশ : চেচনিয়ার সমাজব্যবস্থা ৪১

একুশ : রাশিয়া ৪২
বাইশ : গ্রেট পিটারের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা ৪৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদি আন্দোলনের শুরু # ৪৭

এক : মুরিদ-বিপ্লব ৪৭
দুই : রুশদের অত্যাচার ৪৭
তিন : জিহাদের প্রস্তুতি ৪৯
চার : প্রথম ইমাম কাজি মোল্লা ৫০
পাঁচ : ইমাম শামিলের শারীরিক অনুশীলন ৫০
ছয় : মদপানের বিরুদ্ধে জিহাদ ৫১
সাত : বিপ্লবের ব্যাপ্তি ৫১
আট : দাগেস্তানের সামাজিক পরিস্থিতি ৫৩
নয় : জিহাদি আন্দোলন ৫৬
দশ : অ্যাভারে সেনাভিযান ৫৬
এগারো : রুশদের মোকাবিলা ৫৮
বারো : ইমাম হামজাদের প্রচেষ্টা ৫৯
তেরো : রুশদের ক্ষয়ক্ষতি ৬০
চৌদ্দ : চেচনিয়ায় অভিযান ৬০
পনেরো: বিস্ময়কর ঘটনা ৬১

তৃতীয় অধ্যায়

রুশ অভিযানসমূহ # ৬২

এক : জেনারেল তুরনভের প্রতিবেদন ৬৫
দুই : গিমরির প্রতিরক্ষা ৬৭
তিন : প্রতিরক্ষা-প্রাচীর ৬৮
চার : নির্ভীক প্রতিরোধ ৬৯
পাঁচ : কাজি মোল্লার শাহাদাত ৭০
ছয় : হামজাদ বেগের শাহাদাত ৭১

ইমাম শামিলের যুগ # ৭২

এক : আশিলতায় রুশ অভিযান ৭৩
দুই : তিলিতিতে হামলা ৭৪
তিন : ইমাম শামিলের পত্রাবলি ৭৫
চার : রুশদের ক্ষয়ক্ষতি ৭৬
পাঁচ : আশিলতা অভিযানের ফলাফল ৭৬
ছয় : জার সম্রাট নিকোলাইয়ের আগমন ৭৭
সাত : ইমাম শামিলের সঙ্গে কুলুনগোর সাক্ষাৎ ৭৮
আট : একটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ৭৯
নয় : ইমাম শামিলের সংক্ষিপ্ত চিঠি ৮০
দশ : পুনর্গঠন-প্রক্রিয়া ৮০
এগারো : মুজাহিদদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ৮২
বারো : আখালগু অবেরোধ ৮৫
তেরো : রুশদের শক্তি ৮৫
চৌদ্দ : মুজাহিদবাহিনীর আক্রমণ ৮৬
পনেরো : সুরখাই কেল্লা ৮৭
ষোলো : রুশ কামানের গোলাবৃষ্টি ৮৮
সতেরো : সাধারণ হামলা ৮৯
আঠারো : জেনারেল গ্রেবের নতুন পরিকল্পনা ৯১
উনিশ : অবস্থার ভয়াবহতা ৯২
বিশ : সুরখাইর শাহাদাত ৯২
একুশ : সংলাপ ৯৩
বাইশ : প্রচণ্ড মোকাবিলা ৯৪
তেইশ : রুশদের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতি ৯৫
চব্বিশ : একটি হেয়ালি ৯৫
পঁচিশ : রুশদের ভুল উপলব্ধি ৯৬

পঞ্চম অধ্যায়

১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দ # ৯৮

এক : চেচনিয়ার স্বাধীনতার প্রয়াস ১০০
দুই : গেরিলাযুদ্ধ ১০১
তিন : আখুরদি মাহুমা ১০৪
চার : হাজি মুরাদ ১০৪
পাঁচ : ইমামের প্রভাব-প্রতিপত্তি ১০৬
ছয় : দারগুয়িতে অভিযান ১০৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইমাম শামিলের সফল অভিযানসমূহ # ১১১

এক : ইমামের সঙ্গের গেরিলা ইউনিট ১১৩
দুই : ইমাম শামিল : সফল একজন কমান্ডার ১১৫
তিন : ইমামের সত্তার পূর্ণতা ১১৬
চার : পদানত উন্তসুকুল ১১৭
পাঁচ : জেনারেল কুলুনগোর প্রাণরক্ষা ১১৮
ছয় : রুশ দুর্গসমূহ দখল ১১৯
সাত : আখুরদি মাহুমার শাহাদাত ১২২
আট : সম্রাট নিকোলাইয়ের চিঠি ১২২

সপ্তম অধ্যায়

দারগুয়ির ব্যর্থ অভিযান # ১২৬

এক : মিখাইল ভোরন্তসভের নিযুক্তি ১২৬
দুই : ইমামের যুদ্ধবিষয়ক দূরদর্শিতা ১২৮
তিন : রুশদের অগ্রাভিযান ১২৮
চার : ইমামের যুদ্ধকৌশল ১২৯
পাঁচ : রুশবাহিনীর শক্তিমত্তা ১৩১
ছয় : দারগুয়িতে চড়াও হওয়ার সিদ্ধান্ত ১৩২
সাত : রুশবাহিনীর অগ্রযাত্রা ১৩৩
আট : রুশদের করুণতম অবস্থা ১৩৮

অষ্টম অধ্যায়

হাজি মুরাদ রাহ. # ১৪১

এক : মুরিদ-বিপ্লবের দৃঢ়তা ১৪১
দুই : পশ্চিমাঞ্চলীয় যুদ্ধক্ষেত্র ১৪২
তিন : কাবারডাবাসীর গাদ্দারি ১৪৪
চার : ইমামের নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ ১৪৫
পাঁচ : গারগাবিল অবরোধ ১৪৫
ছয় : রুশদের আক্রমণ ১৪৬
সাত : সালতিতে রুশদের ক্ষয়ক্ষতি ১৪৭
আট : আখতি অবরোধ ১৪৮
নয় : ভোরন্তসভের শৃঙ্খলাবিষয়ক সংস্কার ১৪৮
দশ : হাজি মুরাদের অবদান ১৪৯
এগারো : হাজি মুরাদ নামের ভীতি ১৪৯
বারো : একটি ভুল বোঝাবুঝি ১৫০
তেরো : হাজি মুরাদের শাহাদাত ১৫১
চৌদ্দ : হাজি মুরাদের যোগ্যতা ১৫২
পনেরো : আলেকজান্ডার বার্জাতিনস্কি ১৫২
ষোলো : ইমামের সামনে জটিলতা ১৫৪
সতেরো : লিও তলস্তয় ১৫৫
আঠারো : ক্রিমিয়া-যুদ্ধ ১৫৫
উনিশ : রুশ পণবন্দি ১৫৬
বিশ : জামালুদ্দিনের ফিরে আসা ১৫৭

নবম অধ্যায়

আখেরি যুদ্ধ # ১৫৯

এক : মুরিদ-বিপ্লবের সংকটসমূহ ১৫৯
দুই : রুশদের পরিকল্পনা ১৬০
তিন : বার্জাতিনস্কির পদক্ষেপসমূহ ১৬২
চার : রুশদের অগ্রযাত্রা ১৬২
পাঁচ : স্থানীয়দের গাদ্দারি ১৬৫
ছয় : নাজরান অবরোধ ১৬৫

সাত : রুশদের বিজয়ের কারণ ১৬৬
আট : ইমামের সঙ্গীদের পৃথক হয়ে পড়া ১৬৭
নয় : শেষ আশ্রয়ভূমি ১৭০
দশ : ইমামের দৃঢ়তা ১৭১
এগারো : রুশদের হামলা ১৭৩

দশম অধ্যায়

ইমাম শামিলের জীবনযাপন # ১৭৫

এক : ইমামের দৈনন্দিন জীবন ১৭৫
দুই : ইমামের উত্তম আচরণ ১৭৬
তিন : ইমাম শামিলের ব্যাপারে রুশদের দৃষ্টিভঙ্গি ১৭৭

একাদশ অধ্যায়

ইমাম-পরবর্তী জারদের পতন ও বলশেভিক বিপ্লব # ১৮৬

এক : ধর্মীয় স্বাধীনতা ১৮৭
দুই : বলশেভিক বিপ্লব ১৮৭
তিন : মুসলিমদের সঙ্গে লেনিনের প্রতারণা ১৯০
চার : লেনিনের চেহারার পরিবর্তন ১৯৩
পাঁচ : লেনিনের পরে ১৯৪

দ্বাদশ অধ্যায়

চেচনিয়ার স্বাধীনতা এবং প্রেসিডেন্ট দুদায়েভ # ১৯৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

দুদায়েভ থেকে রমজান কাদিরভ # ২১১

এক : আক্রমণ নিয়ে রুশবাহিনীর মতবিরোধ ২১৪
দুই : সর্বাত্মক আক্রমণ ২১৪
তিন : গ্রোজনি দখল ২১৬
চার : গ্রোজনি দখল-পরবর্তী অবস্থা ২১৮
পাঁচ : দৃশ্যপটে আহমাদ কাদিরভ ২১৮

ছয় : আহমাদ কাদিরভ ২১৯
সাত : কাদিরভ হত্যা ২২১
আট : যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া আরব বীর ২২১
নয় : রুশদের থেকে খাত্তাবের প্রতিশোধের একটি কাহিনি ২২৩
দশ : গ্রোজনিতে পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন ২২৫
এগারো : গ্রোজনিতে চেচেনদের প্রত্যাবর্তন ২২৬
বারো : গ্রোজনি বিজয় : রাশিয়ার পরাজয় এবং খাসাভ-ইয়ুর্ত চুক্তি ২২৭
তেরো : সালিম খান ইয়ান্দারবিয়েভ ২২৮
চৌদ্দ : গুপ্তহত্যার শিকার সালিম খান ইয়ান্দারবিয়েভ ২৩৯
পনেরো: আসলান মাসখাদভ ২৪০
ষোলো : পুতিনের আবির্ভাব ২৪৩
সতেরো : দাগেস্তানে সংঘাত ২৪৫
আঠারো : মস্কো থিয়েটারে জিম্মি সংকট ২৪৭
উনিশ : মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহত : বেসলান স্কুলে জিম্মি সংকট ২৪৯
বিশ : আরেক ধাক্কা ২৫১
একুশ : দুক্কা উমারভ ২৫২
বাইশ : আহমাদ কাদিরভের পর আলি আলখানভ ২৫৩
তেইশ : রমজান কাদিরভ ২৫৪

কিছুকথা

সমুহ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা একমাত্র আল্লাহর, যিনি বলেছেন—'ওরা আল্লাহর নুর ফুৎকারে নেভাতে চায়; কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুর পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন; যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে।' [সুরা সাফ : ৮]

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়নবি মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর মুজাহিদ সাথিদের ওপর, যাঁদের রক্ত ও ঘামে সিঞ্চিত হয়ে ইসলাম ধারণ করেছে এক বিশাল মহিরুহের রূপ।

এক. মাটির বৈশিষ্ট্য

মাটির বৈশিষ্ট্য কথাটা কতখানি সঠিক, সে বিতর্কে না গিয়েও আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই, সাধারণত পললভূমির মানুষ হয়ে থাকে দুর্বল ও ভীতু প্রকৃতির। তাদের সামনে থাকে না জীবনের বড় কোনো লক্ষ্য। খেয়ে-পরে কোনোমতে বেঁচে থাকাই হয় তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নরম মাটির মতোই তারা যখন যেমন ইচ্ছা, স্বভাব বদলাতে হয় ভীষণ পারঙ্গম। পক্ষান্তরে দোআঁশ ও উর্বর ভূমির মানুষ হয়ে থাকে উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী। তারা বিশ্বকে উপহার দিতে পারে বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কার। আলোকিত করে তুলতে পারে মানুষের জীবন-মান। আর মরু ও পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ স্বভাবে হয়ে থাকে রুক্ষ ও যুদ্ধপ্রিয়। এরা ভেঙে যায় তবু মচকায় না কখনো। ওখান থেকে জন্ম নিতে পারে বিশ্বজয়ী দিগ্‌বিজয়ী। আফগানিস্তানের ইতিহাসের দিকে তাকান, দেখবেন এরা হয় আজন্ম যোদ্ধাজাতি। কোনো দিগ্‌বিজয়ীই কখনো তাদের পদানত করতে পারেনি নিরঙ্কুশভাবে। উলটো যখনই তাদের ভূমিতে ঢুকেছে, অমনি যেন খাঁচায় বন্দি হয়ে পড়েছে।

একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় পাহাড়ঘেরা ককেশাস অঞ্চলের অধিবাসীদের চরিত্রে। ওরাও হয় আজন্ম যোদ্ধা। জন্ম থেকেই ওরা পায় পাহাড়ের মতো সোজা করে উন্নত মস্তকে দাঁড়ানোর শিক্ষা। হার মেনে বসে থাকা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরচেয়ে বরং মৃত্যু তাদের কাছে অতি প্রিয়। পাহাড় যেমন হয় পাথুরে, কঠিন, দৃঢ়, অচঞ্চল, দুর্গম, দুর্ভেদ্য

ও আকাশছোঁয়া; তেমনি পাহাড়ের পাদদেশের অধিবাসীরা হয়ে থাকে চির দুর্দম, দুর্মর, দুর্জয়, দুঃসাহসী ও আকাশে ওড়ার স্বপ্নচারী।

দুই. ককেশাস

এই ভূখণ্ডটি তৃতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই এখানকার অধিবাসীদের চরিত্রও পাহাড়ি চরিত্রের। দুর্গম সেই ককেশাস অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস থাকলেও তাদের চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত যে মিল দেখা যায় সেটি হচ্ছে, তারা নিজেদের ভূখণ্ডে বাইরের কারও হস্তক্ষেপ সহ্য করতে পারে না। দূর-অতীতে এখানকার অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক; কিন্তু সাহাবি-যুগেই এখানে প্রবেশ করে ইসলামের আলো। সুফিধারার মুজাহিদদের কল্যাণে সে আলোয় স্নাত হয় পুরো অঞ্চলের অধিবাসীরা। এখানকার অধিকাংশ মুসলিম আকিদায় সুন্নি এবং মাজহাবে হানাফি ফিকহের অনুসারী। ইসলামের জন্য এরা যুগে যুগে দিয়েছে অবিস্মরণীয় কুরবানি। সেসব কুরবানির সমুজ্জ্বল ইতিহাস আমাদের খুবই কম জানা।

তিন. আলোচ্য গ্রন্থের কথা

আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে ককেশাসে রুশ জারদের আগ্রাসন এবং তা প্রতিহত করতে মুরিদ-বিপ্লবী নামক ইসলামের একদল নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদের বীরত্বের আখ্যান। বিশেষ করে চিরঞ্জীব মুজাহিদ ইমাম শামিলের জীবনেতিহাস। তাঁর থ্রিলারধর্মী বিস্ময়কর গেরিলাযুদ্ধের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা। ইমানজাগানিয়া এ ইতিহাস সম্পর্কে আমরা অল্পই জানি। অবশ্য এর পেছনে উপযুক্ত কারণও রয়েছে। কারণ, ইমাম শামিল যখন রুশবিরোধী আগ্রাসন প্রতিহত করতে মাঠে অভিযান চালাচ্ছিলেন, তখন বিশ্ববাসীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তুর্কি ও ইউরোপের মধ্যকার সংঘাত-সংঘর্ষের প্রতি। তাই ইতিহাসবিদরা এদিকে খুব কমই নজর দিয়েছেন। ফলে সমুজ্জ্বল এই ইতিহাস থেকে গেছে অনেকটা অন্ধকারে।

ইমাম শামিলের এই জিহাদ শুধু দেশরক্ষার জিহাদ ছিল না, ছিল ইসলামরক্ষার জিহাদ। কেননা, জাররা এখানে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল অর্থোডক্স খ্রিষ্টসাম্রাজ্য। তাঁর জিহাদ ছিল ইসলামি ইতিহাসের এক সমুজ্জ্বল অধ্যায়, যার পরতে পরতে ফুটে উঠেছিল ইমানের বিচ্ছুরণ। ক্ষুদ্র একদল মুজাহিদ নিয়ে যেভাবে দীর্ঘ তিন দশক তিনি জার রুশদের পানি খাইয়ে ছেড়েছিলেন, সত্যিই তা ছিল তাঁর অভাবনীয় সাফল্য। সহায়-সম্বলহীন পাহাড়ি যোদ্ধারা সেদিন ককেশাসের পাহাড়-পর্বতে যে অবিস্মরণীয় বীরত্বের কীর্তি স্থাপন করেছিলেন, প্রায় খালি হাতে যেভাবে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বিশাল রুশ বাহিনীকে

নাকানিচুবানি খাইয়েছেন, সত্যিই তা একজন মুসলিমের বুক ফুলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা। এখানে সে ইতিহাসের কিঞ্চিৎ আলোকবিভা দেখা যাবে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম শামিলের ইনতিকালে এ ভূখণ্ড থেকে মিটে যায়নি জিহাদি প্রয়াস। তাঁর পরেও এখানে বারকয়েক জেগে উঠেছে স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের একাধিক আন্দোলন। সে আন্দোলন নিয়ে এসেছে ভূখণ্ডের স্বাধীনতা। আবার সময়ের দুর্বিপাকে পড়ে সেই স্বাধীনতাও হারিয়ে গেছে। যে স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবনবাজি রেখে ককেশাসের দুর্গম পাহাড়ে জিহাদ চালিয়ে অমর হয়ে আছেন, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে তাঁদের কীর্তিগাথাও আলোচিত হয়েছে। বিশেষ করে জওহর দুদায়েভ, সালিম খান ইয়ান্দারবিয়েভ, আসলান মাসখাদভ, শামিল বাসায়েভ, আমির খাত্তাব, দুক্কা উমারভদের জিহাদি প্রয়াসের ইতিহাস। এ ছাড়া যেসব গাদ্দারের কারণে হাত থেকে ছুটে গেছে ওখানকার স্বাধীনতা, তাদের কথাও আলোচিত হয়েছে।

আলোচ্য গ্রন্থটি যেমন একক কোনো গ্রন্থের অনুবাদ নয়, তেমনি মৌলিক কোনো রচনাও নয়। একে একপ্রকার সংকলন বলাই হবে সংগত। গ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে ড. মুহাম্মাদ হামিদের ইসলামকে আজিম মুজাহিদ ইমাম শামিল, শায়খ মাহমুদ শাকিরের কাফকাসিয়া, ড. সাইয়িদ মুহাম্মাদ ইউনুসের চেচনিয়া মে ইসলাম আওর মুসলমান, আবু আবদুল্লাহ ইসা ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহিম শামির আসাদুল কাফকাস আল-ইমাম শামিল আদ দাগিস্তা এবং মুজ্জাম্মিল ইয়াসিনের তারিখে সালতানাতে মুসলমানানে রুশ গ্রন্থগুলো সামনে রেখে। তবে বেশি সহায়তা নেওয়া হয়েছে ড. মুহাম্মাদ হামিদের গ্রন্থ থেকে। এর প্রথমদিকের বিন্যাস মূলত তাঁরই গ্রন্থের সূচি অনুসরণে। তবে তাঁর গ্রন্থ থেকে বেশি গ্রহণ করা হলেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ থেকেও তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। আর শেষ দিকের রচনাগুলো সাধারণত ইন্টারনেট ঘেঁটে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের সহায়তায় বাংলা, আরবি, ও উর্দু বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রন্থটি অনেক আগেই বাজারে আসার কথা; কিন্তু রচনার সমৃদ্ধায়নের জন্য আরও কিছু সংযোজন করতে গিয়ে এই বিলম্বিত প্রকাশ। প্রথমদিকে শুধু আধুনিক চেচনিয়ার প্রতিষ্ঠাতা জওহর দুদায়েভের সময় পর্যন্ত রচনা করা হয়েছিল; কিন্তু সম্পাদনা শেষে প্রকাশক জানালেন, 'ইতিহাসটা বর্তমান পর্যন্ত নিয়ে না এলে অপূর্ণ থেকে যায়।' তাই তাঁর অনুরোধে ভেবে দেখলাম, বাস্তবেই তো ওই সময়ে রয়েছে দু-দুটি গৌরবময় যুদ্ধে মুসলিম বীর মুজাহিদদের অসামান্য বীরত্বের আখ্যান। যেসব পাঠকের বয়স ২৫-৩০ বছর, সেই ইতিহাস তাদের জানা থাকার কথা নয়। কারণ, ওই ইতিহাস শুরু হয়েছে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। তাই কিছুটা সময় নিয়ে হলেও সেখানকার পুরো ইতিহাস নিয়ে আসা হয়েছে।

শেষকথা, গ্রন্থটিতে বেশিরভাগ ব্যক্তি ও জায়গার নাম রুশ উচ্চারণে। ফলে এগুলোর সঠিক উচ্চারণ বের করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিছু জায়গা ও ব্যক্তির নাম গুগল বা উইকিপিডিয়াতে খুঁজেও উদ্ধার করা যায়নি, তাই সেগুলোর উচ্চারণ আরবি উচ্চারণের মতোই রেখে দেওয়া হয়েছে। এগুলোসহ কোনো ভুলত্রুটি থাকলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ সংশোধন করা হবে। পাশাপাশি আমি অধমকে আপনাদের নেক দুআয় শামিল রাখবেন। আল্লাহ গ্রন্থটি কবুল করুন।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
তারাপাশা, দিরাই, সুনামগঞ্জ
২১ মে ২০২৩

উত্তর

দক্ষিণ

প্রথম অধ্যায়

ককেশাস : প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইমাম শামিলের বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার আগে আমরা ককেশাস[১] অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানসহ সেসব জায়গার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরব; গ্রন্থটিতে সেসব জায়গার নাম বার বার উচ্চারিত হবে। আগে পরিচয় তুলে ধরলে ইমাম শামিলের জীবন ও ঘটে যাওয়া বিষয়গুলো হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের জন্য সহজ হবে। কারণ, সংক্ষিপ্ত হলেও একটা ভৌগোলিক দৃশ্যায়ন ছাড়া বিষয়টি পুরোপুরি উপলব্ধি করা কঠিন হতে পারে।

> পুরো ককেশাসকে আপনি মনে করতে পারেন এমন একটা দুর্গম দুর্গ, যা প্রাকৃতিক প্রহরায় সম্পূর্ণ নিরাপদ; যাকে সামরিক সুরক্ষাব্যবস্থায় করে তুলে অধিক শক্তিশালী। জায়গাটি এতই দুর্গম ও সুরক্ষিত যে, আগপিছ চিন্তা না করে যারা সেখানে হামলা চালাতে যায়, তাদের শুধু অপরিণামদর্শীই নয়; চরম বোকাও বলা চলে। একজন বুদ্ধিদীপ্ত সেনাপতি সেখানে ধীরলয়ে, পথের কাঁটাগুলো উপড়েই তবে অগ্রসর হতে চাইবে।— ইয়ারমোলভ।

তৎকালীন ককেশাস অঞ্চলের রুশ আর্মির চিফ অব স্টাফ ইয়ারমোলভের উল্লিখিত বক্তব্যই প্রমাণ করে, সামরিক দিক থেকে ককেশাস ছিল কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড।

এক. ককেশাসের ভৌগোলিক অবস্থান

কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যবর্তী উত্তম-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশছোঁয়া পর্বতশ্রেণির নাম ককেশাস। ককেশাসের কেন্দ্রীয় পর্বতশ্রেণি ওখানেই অবস্থিত। পাহাড়ের এই উচ্চতা এখানকার অধিবাসীদের মনোজগতেও জন্ম দিয়েছে

[১] আরবিতে 'কাফকাজ' ইংরেজিতে Caucasus বলা হয়। তুর্কিতেও একে কাফকাজ বলা হয়। লেখা হয় Kavkaz তবে উর্দুতে সাধারণত কুহেকাফ বলা হয়।